

সংবাদ ধর্ম, ধর্ম সংবাদ

সুদীপ্ত সেনগুপ্ত  
সাংবাদিক

একটা সমাজ তখনই আধুনিক হয়ে ওঠে যখন ধর্মের বদলে সংবাদ(News)সেই সমাজের মানুষের বুনিয়ে চালাকাশক্তি এবং কর্তৃত্বের আসন হয়ে ওঠে। দার্শনিকরা কীভাবে সময়ের দিগন্ত পেরিয়ে দূরবর্তী সত্য দেখতে পান, তার একটি চমককার উদাহরণ হেগেলের এই কথাটা। তিনশো বছর আগেই এই জার্মান দার্শনিক বুঝতে পেরেছিলেন যে সংবাদ একদিন বিবর্তিত হতে হতে অন্যতম শক্তিশালী ধর্মের জায়গা লেবে।

সত্যিই তো আজ সংবাদ আধুনিক বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ধর্ম। সম্ভবত সবচেয়ে শক্তিশালীধর্মও বটে। লক্ষ করলে দেখা যাবে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইহুদি, খ্রিস্টীয়, ইসলাম, শিখ ইত্যাদি ক্লাসিক্যাল ধর্মের সঙ্গে সংবাদ নামক ধর্মের একটা খুব বড় মৌলিক পার্থক্য আছে। ওই ক্লাসিক্যাল ধর্মগুলোর মধ্যে একটা ‘হয় এটা নয় ওটা’ ব্যাপার (exclusivity) আছে। আমাদের দেশে সশ্ব পরিবারের মতো যাঁরা মনে করেন মুসলমান হয়েও হিন্দু হওয়া যায়, তাঁরা নিতান্তই সংখ্যালঘু। সারা পৃথিবীর অতি বৃহৎ সংখ্যক মানুষ মনে করেন, একটা ধর্মকে গ্রহণ করতে হলে অন্য সব ধর্মকে পরিত্যাগ করতে হয়। সংবাদ-এর ক্ষেত্রে কিন্তু সে কথা খাটে না। অন্য ধর্মের প্রতি অনুগত থেকেও সংবাদকে মানুষ নিজের জীবনের বুনিয়ে চালাকাশক্তি এবং কর্তৃত্বের আসন (ইংরেজি অনুবাদে হেগেলের কথাটা হল **central source of guidance and touchstone of authority**) হিসাবে গ্রহণ করতে পারে।

ক্লাসিক্যাল ধর্মাচরণের কতগুলো সনাতন লক্ষণ বা অভ্যাস সংবাদ ধর্মের ক্ষেত্রে দিব্যি দেখা যায়। যেমন,

- প্রাতঃকর্তব্য = ব্রেকফাস্ট নিউজ (প্রধানত গতকালের নিউজের পাচনের ফল)।
- দুপুরে দেবতার ভোগ = লাঞ্চ আওয়ার (খবরের আগে পিছে একটু রান্না, একটু সিরিয়ালের গল্পে আর স্বকের পরিচর্যা যোগ ঐচ্ছিক, ভোগ রান্নায় ভালবেসে একটু মশলার হেরফের করার স্বাধীনতা যেমন ভক্তের থাকে)।
- সন্ধ্যারতি = ইভনিং নিউজ (এটা ‘সিরিয়াস’ ব্যাপার, কারণ এখান থেকে রোজগারে ‘বেটাছেলেদের’ অফিগোলকও চ্যানেলের কঙ্কায় আসছে)।
- সন্ধিপূজা = প্রাইম টাইম টক শো (এর উপরে কথা হবে না, সবচেয়ে বড় পুরনু ঠাকুর এখন স্টেজে)।
- অঞ্জলি = এস এম এস-এ বা ফোনে দর্শকের মতামত জ্ঞাপন (এখানে ঠাকুরমশায়রা দেবীর সঙ্গে ভক্তের ডায়রেক্ট যোগাযোগ ঘটিয়ে দিলেন)।
- গোপালের শূতে যাওয়া = মধ্যরাতে নিউজের প্রস্থান, টেলিমার্কেটিং-এর প্রবেশ (ভক্তরা পূজা মেলে বিদায় নিয়েছেন, সেবাইত এবার প্রণামীর বাস্রটা খুলে রেজকি গানা শুরু করলেন)।

দৌতলিক ধর্মের উপমেয়গুলো কারও কাছে আপত্তিকর বা দুর্বোধ্য মনে হলে তিনি অনায়সে পাঁচ ওয়জ নামাজ পড়া বা পাঁচ পবিত্র ‘ক’ ধারণ করার মতো বিকল্প খুঁজে বার করতে পারেন।

বেশ কয়েক বছর আগে বালক ব্রহ্মচারী নামক এক ধর্মগুরু কলকাতায় বিচরণ করতেন। তাঁর প্রভাব ছিল প্রবল। মৃত্যুর পরও তিনি ফিরে আসবেন, তাই তাঁর দেহ যেন সঁকার না করা হয় – এই ছিল তাঁর নির্দেশ। তাঁর গলিতপ্রায় কীটদষ্ট মৃতদেহ রাজ্য সরকার জোর করে দাহ করেছিল। কিন্তু সে কাজটা করার জন্য একটি স্থানীয় স্তরের নির্বাচন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল সরকার, যাতে ভোটারদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া না হয়। এহেন প্রায় সর্বশক্তিমান ব্রহ্মচারীর সঙ্গে একবার পেশাদারি কারণে দেখা করতে গিয়েছিলেন আমার প্রাক্তন সহকর্মী প্রায় বছর পঞ্চাশের এক বিখ্যাত ফোটাগ্রাফার। দু’জনের কেউই অপরকে তার আগে চিনতেন না। ফোটাগ্রাফার মশাই কলকাতার অন্যতম প্রধান মিডিয়া হাউসের প্রতিনিধি জানার পর দু’জনের কথাপকখন:

বালক (ভক্ত পরিবৃত্ত): আয় এখানে বোস

ফোটাগ্রাফার (একলা): ঠিক আছে

বালক: আয় না, আয়, কাছে আয়, এদিকে আয়

ফোটোগ্রাফার: না, ঠিক আছে, তুই কাজ করে নে, আমি কয়েকটা ছবি নেব  
বালক (প্রবল বিস্ময়ে): কী-ঙ্-ঙ্?

ফোটোগ্রাফার: বললাম তো, আমি অপেক্ষা করছি, তুই কাজ সেরে নে

(ইতিমধ্যে ভক্তরা ফোটোগ্রাফারকে প্রায় মারতে উদ্যত। বাবা তো তুই তোকারি করবেনই। ভক্তরা সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে বাবাকে আপনি সম্বোধন করবেন, এটাই দস্তুর।)

বালক (হুঙ্কার দিয়ে ভক্তদের নিরস্ত করে): (ভক্তদের প্রতি) যা তোরা বাইরে যা... (ফোটোগ্রাফারের প্রতি) নে ছবি যা চাস...

ফোটোগ্রাফার (ভক্তদের শুনিয়ে একটু অনাবশ্যক উচ্চ স্বরে): একটু এগিয়ে বোস আর মাথার পিছনের লাইটটা নিভিয়ে দিতে বল

বালক ব্রহ্মচারী এবং ওই ফোটোগ্রাফার এই মোলাকাতের আগে কোনও দিন পরস্পরকে দেখেননি। ফোটোগ্রাফার ভদ্রলোক প্রমাণ করে দিয়েছিলেন সে একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত মধ্যবয়স্ক মানুষকে যদি কেউ 'তুই' সম্বোধন করে তবে প্রত্যুত্তরে তাঁকেও একই সম্বোধন করাই বিধেয়। সব পেশারই এক

একটা নিজস্ব 'ধর্ম' আছে। ধর্ম মানে চলন বলন। ধর্ম অর্থে **property (as in general properties of matter), not religion**।

আমার সন্দেহ আছে প্রোমোটোরি, মন্ত্রিস্ব, চিট ফান্ডের কারবার, দারোগাবৃত্তি বা যৌনকর্মের মতো অন্য যে কোনও ব্লান্ডম পেশার মানুষ বালক ব্রহ্মচারীকে ওই রকম অনায়াসে তুই বলার সাহস পেতেন কি না! তার চেয়েও বড় কথা, তুই-এর জবাবে তুই বলার ইচ্ছা তাঁদের হতো কি না!

সংবাদ নামক ধর্মের প্রবল ক্ষমতার সামান্য আভাস মাত্র এখানে দেওয়া গেল। প্রশ্ন:

(১) সেই ক্ষমতা মানুষের মঙ্গল কল্যাণে কতটা ব্যবহার হচ্ছে?

(২) টিভি-র খবরই কি সব? সংবাদপত্রও কি কিছু নয়?

আপনাদের মতামত জেনে পরে বড় করে আলোচনার অবকাশ খোলা রইল। আপাতত দুটো পণ্ডিতবাক্য উদ্ধৃত করা যাক:

(১) পিছিয়ে পড়া হতাশ দেশে টিভি বিজ্ঞাপন বিপ্লবের বার্তা হিসাবে কাজ করে।

(২) সংবাদপত্রের ব্যাধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি পেতে চান? তা হলে এক বছর ধরে গত সপ্তাহের খবরের কাগজ পড়ুন।

উদ্ধাতাদের নামও দেওয়া রইল:

(১) উস্বার্তো একো

(২) নাসিম নিকোলাস তালব